তারিখ ...
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

শিক্ষা ও কর্মসংস্থান-৬ (সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়)

ডিগ্রিধারীদের চাকরির চেয়ে আত্মকর্মসংস্থানের ওপর জোর দিতে হবে বেশি

তরুণ সরকার ॥ শিক্ষা, এনজিও, স্বাস্থ্য আর ব্যাংক-বীমা খাতই দেশের সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর গ্রাজুয়েটদের কর্মসংস্থানের প্রধান ক্ষেত্র। তবে সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এখন নতুন নতুন বিভাগ খোলার সময় এনজিও এবং স্বাস্থ্য খাতে চাহিদার কথাই প্রধানত বিবেচনা করছে।

সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে আরও জানা গেছে, দেশের ৭টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, সামাজিক বিজ্ঞান ও কলা অনুষদের বিভিন্ন বিভাগ থেকে প্রতিবছর পাস করা দেড় লক্ষাধিক গ্রাজুয়েটের অধিকাংশের কর্মসংস্থানের সুযোগ এ দেশে হয় না। বিদেশে চলে যায় মেধাবী তরুণদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ। তবে এক্ষেত্রে এগিয়ে আছে জীববিজ্ঞান অনুষদের ছাত্রছাত্রীরা।

দেশের সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ধর্ম, আইন, শিল্পকলা বিষয়ে রয়েছে বেশকিছু কোর্স। এর মধ্যে ধর্ম নিয়ে পড়াশোনা করে কর্মসংস্থানের বেশ সুযোগ আছে। সরকারি, বেসরকারি ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার আইন কর্মকর্তা হিসেবে চাকরি করলেও আইন বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের অধিকাংশ স্ব-উদ্যোগে আইন ব্যবসা করে থাকে। বিভিন্ন ধরনের গণমাধ্যমে কাজ করে শিল্পকলা বিষয়ক স্নাতক ও স্নাতকোত্তর কোর্সের ছাত্রছাত্রীরা।

পাবলিক খাতের মধ্যে ঢাকা, জাহাঙ্গীরনগর, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞান, ব্যবসায় প্রশাসন, আইন বিষয়ে বিভাগ রয়েছে। তবে সবচেয়ে বেশি গ্রাজুয়েট বের হয় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ১শ' ৫০টি কলেজে বর্তমানে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর কোর্স আছে। স্নাতক (পাস) কোর্স আছে ১২ হাজার ৩শ'টি কলেজে।

সাধারণ শিক্ষায় দেশে এখন এ ধরনের স্নাতক তৈরি হচ্ছে। ঢাকা, জাহাঙ্গীরনগর, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং নতুন প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে '৯০-এর দশকে কোর্সে ব্যাপক পরিবর্তন আসে। সম্মান ও অনুসঙ্গী বিষয়ের পরিবর্তে চালু

শিক্ষা ঃ পৃঃ ২ কঃ ৩

শিক্ষা ঃ কর্মসংস্থান

(১২ পৃষ্ঠার পর)

হয় সমন্বিত কোর্স। মেয়াদ ৩ বছরের স্থলে ৪ বছর করা হয়। কোর্সের বিষয়বস্তুতে আসে পরিবর্তন। নতুন নতুন কোর্স খোলা হয় এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মান কোর্সটি এখনও ৩ বছরের সেই সিলেবাসে আটকে আছে। তবে দেশে সবচেয়ে বেশি স্নাতক বের হয় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন স্নাতক (পাস) বিএ/বিএসএস/বিএসসি (পাস) কোর্সে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সর্বশেষ প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদনে দেখা যায়, ১ লাখ ১৫ হাজার ৬শ' ৭৩ জন স্নাতক উত্তীর্ণের মধ্যে স্নাতক (পাস) কোর্সই পাস করেছে ৮৫ হাজার ৪শ' ১৭ জন। দেশ ও বিদেশের চাকরির বাজারে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক পাস ও সম্মান কোর্সের ছাত্ররা দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাই একটু পিছিয়ে থাকে।

চাকরির বাজার নেই বললেই চলে। নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির সম্ভাবনাও একেবারে ক্ষীণ। তাই সুযোগ পেলেই অথবা সুযোগ তৈরি করে বিদেশে যাওয়ার ঝোঁকটা প্রবল। চাকরির বাজার কলা অনুষদের বিভাগগুলোতে একেবারে মন্দা। তাই সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদে ভর্তির প্রবণতা বাড়ছে। বাণিজ্য এবং বিজ্ঞান অনুষদ অবশ্য বরাবরই শীর্ষে। অনুজীব বিজ্ঞান, প্রাণ রসায়ন, ফার্মেসি ও জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রতিবছর প্রায় ১ হাজার গ্র্যাজুয়েট বের হন। বাংলাদেশের ওষুধ শিল্পে এত গ্র্যাজুয়েটের দরকার হয় না। অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন জানান, কিছু গবেষণা প্রতিষ্ঠানে কিছু বিসিএস দিয়ে বিভিন্ন ক্যাডারে কিছু ব্যাংকেও যায়।

বিজ্ঞান অনুষদের অধীন বিভাগগুলোর মধ্যে বিদেশ চলে যাওয়ার প্রবণতা আছে। ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটির পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্র আহমদ মোস্তফা কামাল জানান, তার ব্যাচের ১শ' জনের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলে গেছে প্রায় প্রায় ২৫ জন। ১৯৯২ সালের মাস্টার্স পরীক্ষার্থী আহমদ মুস্তাফা কামাল। কামাল আরও বলেন, বিজ্ঞান অনুষদের অন্য বিভাগের মেধাবী ছাত্ররাও গবেষণা ও চাকরি নিয়ে বিদেশ চলে যায়। তার মতে, দেশে কোন চাকরি পায় না, চাকরি পেলেও পছন্দমতো নয়। অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ হয় রাজনৈতিকভাবে। মেধার চেয়ে রাজনীতি সেখানে প্রাধান্য পায়। ফলে মেধাবীরা বিদেশ যাওয়ার বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি থেকে স্নাতক করে বর্তমানে উইমেন স্ট্যাডেজ বিভাগ থেকে মাস্টার্স করছে সোহেল পারভেজ। সে জানায়, শুধু বিজ্ঞান বা জীব বিজ্ঞান নয়- সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের মেধাবী ছাত্ররা বিদেশ চলে যাচ্ছে। সে আরও জানায়, তার ব্যাচের ছাত্ররাও ইতোমধ্যে বিদেশ যাওয়া শুরু করেছে। সে জানায়, বিদেশ যাওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয় স্নাতক (সম্মান) পরীক্ষা দেয়ার পর। অনেকে মাস্টার্স করার পর বৃত্তি পেয়ে যায়। আবার অনেকে মাস্টার্স করে এমফিল বা পিএইচডি করায় বৃত্তির জন্য চেষ্টা করে। ছোটখাটো কোন চাকরিতে যোগ দিয়ে ৫/৭ বছর পর্যন্ত এই চেষ্টা অব্যাহত থাকে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসন বিভাগের অধ্যাপক ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক আসাদুজ্জামান জানান, আমেরিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ভ্রমণের সময় তিনি প্রতিটি [illegible]

এনজিও ছাড়াও বিভিন্ন ব্যাংক, অর্থ-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানেও সামাজিক বিজ্ঞানের ছাত্ররা কাজ করছে।

গত ৪ বছর আগে মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ থেকে পাস করে একটি ব্যাংকে চাকরি করছেন মফিজুর রহমান। তিনি জানান, তার ব্যাচের কিছু এনজিও, কিছু ব্যাংক, কিছু ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে এবং কিছু নিজে উদ্যোগী হয়ে কাজ করার চেষ্টা করছেন। সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, ব্যাংক-বীমা ও এনজিও বিশ্ববিদ্যালয়ের সবক'টি অনুষদের গ্রাজুয়েটরাই কাজ করেন।

প্রাইভেট ও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় মিলিয়ে দেশে প্রায় দেড় লাখ গ্র্যাজুয়েট বের হয় প্রতিবছর। এর মধ্যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস ও সম্মান মিলে প্রতিবছর বের হয় লক্ষাধিক গ্র্যাজুয়েট। তবে চাকরি বাজারে এদের চাহিদা সবচেয়ে কম। জগন্নাথ কলেজের এ বছরের মাস্টার্স পরীক্ষার্থী কামরুল হাসান বাবু এ প্রসঙ্গে বলেন, দেশে চাকরি কম। ফলে পাস করার পর কম বেতনে চাকরি করতে হয়। তিনি জানান, মাস্টার্স পাস করার পর ১ হাজার ৮শ' থেকে আড়াই হাজার টাকাবেতনে সাধারণত চাকরি করতে হয়। তাও মূলত বিভিন্ন কোম্পানির মার্কেটিং বিভাগে।

তিনি জানান, ঢাকার একটি প্রাইভেট কলেজে স্নাতক সম্মান ও স্নাতকোত্তর পাস করা এক তরুণের কথা— যিনি ৩ হাজার টাকা বেতনে পড়েছেন। বর্তমানে গার্মেন্টেসে চাকরি করছেন ১ হাজার ৮শ' টাকায়।

সরকারি বা বেসরকারি পর্যায়ে চাকরির সুযোগ বাড়ছে না; কিন্তু প্রতিবছর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে স্নাতক সম্মান ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিয়ে বের হচ্ছে লাখ লাখ ছাত্রছাত্রী। চাকরি পাচ্ছে না। যাও পাচ্ছে বেতন খুবই কম। কেন এত কলেজে স্নাতক সম্মান ও স্নাতকোত্তর কোর্স প্রশ্ন করা হলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আবদুল মোমিন চৌধুরী বলেন, বেশি জায়গায় অনার্স কোর্স খোলা হয়ে গেছে। পরিকল্পিতভাবে করা হয়নি। বর্তমানে নতুন করে অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স খোলার ব্যাপারে শর্ত মানার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তিনি আরও জানান, বর্তমানে পাবলিক ও প্রাইভেট পর্যায়ে কম্পিউটার সায়েন্স এবং বিবিএ কোর্স খোলার ব্যাপারে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

আইন বিষয়ে স্নাতক সম্মান পাস করা গ্র্যাজুয়েটদের চাহিদা এখন বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে। এনজিও এবং বড় বড় শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান, এমনকি সরকারের বিভিন্ন বিভাগেও স্বল্পকালীন ও পূর্ণকালীন হিসেবে নিয়োগ পাবে আইনের গ্র্যাজুয়েটরা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের শিক্ষক হাফিজুর রহমান কার্জন জানান, আইন বিভাগের অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী স্বউদ্যোগে আইন পেশায় নিয়োজিত হন। আবার গবেষণা ও অন্যান্য কাজে প্রবাসে অবস্থান করছেন অনেকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা অস্ট্রেলিয়া এবং ইউরোপের দেশগুলোতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের স্নাতকরা আছেন বলে তিনি উল্লেখ করেন। ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনের স্নাতক সম্মান কোর্স আছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন আছে ৬৩টি আইন কলেজ। এসব কলেজের শিক্ষকদের সবাই আইনের গ্র্যাজুয়েট।

শিক্ষাক্ষেত্রে চাকরি চাহিদা আছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ আছে ৫৫টি। এই কলেজগুলোতে মূলত উচ্চ বিদ্যালয় শিক্ষকতার উপযোগী বিএড ডিগ্রি পড়ানো হয়। বিপিএড বা শারীরিক শিক্ষার ওপর [illegible]মা কোর্স পড়ানোর প্রতিষ্ঠান আছে [illegible] বলাবাহুল্য, এ সকল প্রতিষ্ঠানের [illegible] প্রাইভেট খাতে গড়ে উঠেছে। [illegible] করির এক বিশাল ক্ষেত্র। শিক্ষা [illegible] অধীন বাংলাদেশ ব্যুরো অফ